যুগান্তর

তারিখ 18 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কালাইয়ে এইচএসসি ব্যবহারিক পরীক্ষায় ৪ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে শিক্ষকরা

কালাই (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি

জয়পুরহাটের কালাই উপজেলায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দুটি কেন্দ্রে এবার ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেয়া ৫০৯ পরীক্ষার্থীকে জিম্মি করে এবং নম্বর কম দেয়ার ভয়-ভীতি দেখিয়ে অন্তত ৪ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগী পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানান, পরীক্ষার্থীদের শিক্ষাকালীন সময়ে ব্যবহারিক বিষয়ে ক্লাস নেয়ার বিধান থাকলেও উপজেলার দু-একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবহারিক বিষয়ে কোনো ক্লাস নেয়া হয়নি। তাই শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারেনি। ব্যবহারিক পরীক্ষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করে পাঠ নেয়া তো দূরের কথা, অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই শনাক্ত করতে শিখেনি কোনটা কি যন্ত্র। তাদের সেই অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা লুটতে ভুল করেনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধানরা। ফেল করার ভয়ে বাধ্য হয়েই পরীক্ষার্থীরা শিক্ষকদের দাবিকৃত টাকা দিয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবার কালাই উপজেলার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দুটি কেন্দ্রে ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেয় ৫০৯ পরীক্ষার্থী। কালাই মহিলা ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে কালাই ডিগ্রি কলেজ, নান্দাইলদীঘি কলেজ ও মোলামগাড়িহাট আদর্শ কলেজের মোট ১৭৬ এবং কালাই ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে কালাই মহিলা ডিগ্রি কলেজ ও [illegible] মডেল কলেজের ৩৩৩ জন শিক্ষার্থী ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেয়। অভিযোগ উঠেছে এসব পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ব্যবহারিক পরীক্ষায় দুটি ক্যাটাগরিতে নম্বর দেয়ার নামে বিষয়প্রতি ৩০০ ও ২০০ টাকা হারে টাকা নেয়া হয়েছে। উত্তোলিত এই টাকার পরিমাণ অন্তত সাড়ে ৪ লাখ টাকা। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করে আদায়কৃত ৩০০ ও ২০০ টাকার বিপরীতে নম্বর দেয়ার বিশেষ সংকেত 'ক' (ফুল মার্কস) এবং 'খ' (মিনিমাম মার্কস) প্রদান করেন।